আশ্রয় কামনা করুন

নবিজির মতো ﷺ

[আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা বিষয়ক নির্বাচিত ৪০ হাদিস ও তার ব্যাখ্যা]

পথিক
প্রকাশন

আশ্রয় কামনা করুন

নবিজির মতো ﷺ

মূল

শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদ

সাদিক ফারহান

সম্পাদনা

মিশকাত আহমদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা..... ১৩
পূর্বকথা ১৬
ভূমিকা ১৮
ইসতিয়াজা শব্দের অর্থ ও মর্ম.....২১
ইসতিয়াজা হবে কেবলই আল্লাহ তাআলার কাছে ২৭
ইসতিয়াজার মূল রুকন ৩১
ইসতিয়াজার ফজিলত..... ৩২
ইসতিয়াজার আরও কিছু উপকার..... ৪০
মুসতায়াজ বিহির বিবেচনায় ইসতিয়াজার ধরন ৪২
যে অনিষ্টের মূল থেকে আমাদের বাঁচতে হবে..... ৪৬
ইসতিয়াজার মূল ভিত্তি ৪৮
'আশ-শাইতানির রাজিম' অর্থ ও শব্দের মূল ৫০

হাদিস নং : ০১..... ৫৪
কেবল তাসবিহ নয় ৫৫
হাদিসের শব্দসমূহ; মর্ম ও উদ্দেশ্য..... ৫৮
হাদিসের শিক্ষা ও দোয়াটির গুরুত্ব ৬২

হাদিস নং : ০২ ..... ৬৪
মসজিদে প্রবেশ ও বাহির : দোয়ার সংশ্লিষ্টতা ৬৬

হাদিস নং : ০৩ .....৭২
اَلْخَبَائِثِ ও اَلْخُبُثِ শব্দের উদ্দেশ্য কী?.....৭২
এমন ইসতিয়াজার উপকার কী?.....৭৪
দুটি প্রশ্ন ও তাঁর জবাব ৭৫

হাদিস নং : ০৪ .....৭৭
হাসান ও হুসাইনের রুকইয়া ৭৭
জাহিলি আরবের ইসতিয়াজা.....৮০
কুদৃষ্টির অনিষ্ট বলতে কী উদ্দেশ্য? ৮১
কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার উপায় ৮৩
প্রাণীরাও বদনজর করতে পারে ৮৫
হাদিসের শিক্ষা..... ৮৭

হাদিস নং : ০৫..... ৮৯
উপরিউক্ত দোয়ার বিস্ময়কর বিন্যাস ৯০
ইজ্জতের মালিক আল্লাহ.....৯১
মুমিনের শক্তি, মুমিনের নিরাপত্তা ৯৫
ভ্রষ্টতা থেকে আশ্রয় কামনা করুন..... ৯৬
দুই জিনিসের উসিলা গ্রহণ করুন..... ৯৮

হাদিস নং : ০৬..... ১০০
মন্দ প্রতিবেশী থেকে বাঁচুন ১০০
হাদিসের শিক্ষা..... ১০৩

হাদিস নং : ০৭.....১০৪
ঘুমাবার আগে পড়ুন.....১০৫
দোয়াটির অভিনব পরস্পর বিন্যাস ১০৫
আল্লাহর চার নামের উসিলা ১০৯
সুন্দরতম নামসমূহের মাধ্যমে উবুদিয়্যাতের খোঁজ ১১৩
ধনাঢ্যতা তিন প্রকার ১১৯
হাদিসের শিক্ষা..... ১২৫

হাদিস নং : ০৮ .....১২৬
নামাজে রাসুল কী পড়তেন ১২৬
রাসুলের হিদায়াত কামনা : উদ্দেশ্য ও শিক্ষা ১৩০
আমাকে নিরাপত্তা দিন ১৩৪
দুনিয়ার জীবনে সংকীর্ণতা.....১৩৫
পরকালের সংকীর্ণতা ১৩৬
হাদিসের শিক্ষা.....১৩৯

হাদিস নং : ০৯.....১৪০
আমলের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চান ১৪০
হাদিসের শিক্ষা.....১৪৩

হাদিস নং : ১০ .....১৪৫
সকাল-সন্ধার জরুরি অজিফা.....১৪৬
দীন ও দুনিয়ার নিরাপত্তা মানে কী.....১৪৮
নিচের দিকের অনিষ্ট বলতে কী বুঝায় ১৫১
হাদিসের শিক্ষা.....১৫৩

হাদিস নং : ১১ .....১৫৪
কোন কাজ মুনকার ১৫৪
হাদিসটির অন্তর্নিহিত শিক্ষা.....১৫৯

হাদিস নং : ১২.....১৬১
ক্ষুধার তাড়না ও খিয়ানত থেকে আশ্রয় চান.....১৬১
খিয়ানতের বিচিত্র চিত্র..... ১৬৩

হাদিস নং : ১৩ .....১৬৫
ফরজ নামাজের পর কী পড়বেন.....১৬৬
অভাবের ফিতনা থেকে বাঁচুন.....১৬৯
কবরের আজাব থেকে বাঁচুন.....১৭০
হাদিসের শিক্ষা..... ১৭২

হাদিস নং : ১৪ .....১৭৪
হাদিসের কয়েকটি জরুরি ফায়দা ১৭৫
বান্দার চারপাশে বিপদ ১৭৬
হাদিসের শিক্ষা..... ১৭৭

হাদিস নং : ১৫ .....১৭৮
যে ঋণ ভার করে দেয় কাঁধ ১৭৮
আপনার সত্যিকার শত্রু কে..... ১৭৯
কারো ওপর প্রভাব খাটানো মানে কী.....১৮১
প্রতিপক্ষের উল্লাস বড় কঠিন.....১৮২

হাদিস নং : ১৬ .....১৮৪
হাদিসের নিগূঢ় মর্ম.....১৮৫
আপনার প্রশংসার শেষ নেই.....১৮৭
হাদিসের শিক্ষা.....১৮৯

হাদিস নং : ১৭ .....১৯০
সফরের কষ্ট ও প্রত্যাবর্তনের দুঃখ ১৯২
মাজলুমের বদদোয়া থেকে বাঁচুন.....১৯৩

হাদিস নং : ১৮ .....১৯৫
যে দোয়া সবার এবং সবকিছুর জন্য দরকার.....১৯৫
মুসিবত যেন জটিল না হয় ১৯৬
দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যের বিপরীত কথা..... ১৯৭
তাকদির দুই প্রকার.....১৯৮
ইসতিয়াজা কি তাকদির বদলায়?..... ২০০

হাদিস নং : ১৯.....২০২
অনুগ্রহ থেকে দূরে সরা নয়.....২০২
নিয়ামতের শুকরিয়া জরুরি ২০৬
হাদিসের শিক্ষা.....২১০

হাদিস নং : ২০ ..... ২১২
সর্বগ্রাসী চার জিনিস.....২১৩
একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ২১৪
জীবন-মৃত্যুর যাবতীয় ফিতনা থেকে বাঁচুন.....২১৬
মাসিহে দাজ্জাল থেকে আশ্রয় চান ২১৯

হাদিস নং : ২১ .....২২৩
ফিতনা শব্দের অর্থ ও মর্ম.....২২৫
ফিতনা মানেই পথভ্রষ্টতা ২২৯

হাদিস নং : ২২ ..... ২৩৩
এই জিকিরের গুরুত্ব অনেক.....২৩৪

হাদিস নং : ২৩ ..... ২৪০
কাপুরুষতা ও কৃপণতা দুই বন্ধু ২৪০
এমন জীবন থেকে পানাহ কেন ২৪৪
নামাজে অলসতা গুরুতর অপরাধ ২৫০

হাদিস নং : ২৪ ..... ২৫২
যাবতীয় রোগবালাই থেকে বাঁচুন ২৫৩
একটি মূলনীতি ২৫৬
নবি হওয়ার অন্যতম শর্ত ২৫৮

হাদিস নং : ২৫ ..... ২৬০
দারিদ্র্য, অভাব ও অপমান থেকে বাঁচুন ২৬০

হাদিস নং : ২৬ ..... ২৬২
অক্ষম ও অলস জীবন আদতে অভিশাপ ২৬২
হাদিসের শিক্ষা ২৬৫

হাদিস নং : ২৭ ..... ২৬৭
সত্যিকার সফল ব্যক্তি কে ২৬৯
ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের রহস্য ২৭২
হাদিসের শিক্ষা ২৭২

হাদিস নং : ২৮ ..... ২৭৪
ঋণগ্রস্ততা থেকে আশ্রয় কামনা করুন ২৭৬
ধনাঢ্যতা ও ফিতনা ২৭৭

হাদিস নং : ২৯ ..... ২৭৯
কেন এভাবে ইসতিয়াজা করব? ২৮০
أَرْذَلِ الْعُمُرِ কাকে বলে? ২৮৩

হাদিস নং : ৩০ ..... ২৮৫
এক মহা মর্যাদাপূর্ণ দোয়া ২৮৬
হাদিসের শিক্ষা ২৮৮

হাদিস নং : ৩১ .....২৮৯
অন্তমিলের সাথে দোয়া করা কি শোভনীয়? ২৮৯
তাকওয়ার পরিচয় ২৯১
আল্লাহই উত্তম অভিভাবক.....২৯৩
অনুপকারী ইলম ও ভীতিহীন হৃদয়.....২৯৫
যে দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না..... ২৯৭

হাদিস নং : ৩২ ..... ২৯৯
কালিমাতুল্লাহর মর্ম কী?..... ২৯৯
একটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া ৩০১

হাদিস নং : ৩৩ ..... ৩০২
ব্যক্তি বা দলের ভয় কী জিনিস? ৩০২
একটি প্রশ্ন ও তার সুরাহা..... ৩০৪

হাদিস নং : ৩৪ ..... ৩০৭
ইখলাসের জন্য শিরক থেকে বাঁচুন..... ৩০৭
শিরক হয়ে যায় নানা সুরতে ৩০৯

হাদিস নং : ৩৫ .....৩১২
দোয়াটির বহুবিধ ফজিলত.....৩১৪
এসব ব্যাপারে সচেতন ছিলেন রাসুল ৩১৭
কেবল নেক আমল জান্নাতে নিতে পারে না ৩১৯
দুই হাদিস বিপরীতমুখী নয়..... ৩২০

হাদিস নং : ৩৬ .....৩২২
রাসুলের দোয়া ও সাহাবিদের আগ্রহ.....৩২২
অন্তরের খারাবি নিয়ে সোচ্চার হোন ৩২৬
লজ্জাস্থানের অনিষ্ট যেন পেয়ে না বসে.....৩২৭

হাদিস নং : ৩৭ .....৩২৯
খারাপ দিন, খারাপ রাত ৩২৯
মন্দ সাথিসঙ্গী ৩৩০

হাদিস নং : ৩৮ ..... ৩৩৩
শোচনীয় মৃত্যু থেকে পানাহ চান ৩৩৩
শয়তানের থাবা ৩৩৫
মুমূর্ষু বেলার ওয়াসওয়াসা ৩৩৬

হাদিস নং : ৩৯ ..... ৩৩৮
সবকিছুই আল্লাহর মাখলুক ৩৩৮
আল্লাহর সৃষ্টিকে গালি নয় ৩৩৯

হাদিস নং : ৪০ ..... ৩৪১
হাদিসের মূলকথা ৩৪১
রুকইয়া জায়েজ হওয়ার শর্ত ৩৪২
সংক্ষেপে সারকথা ৩৪৫

আশ্রয় কামনা বিষয়ক আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দোয়া ৩৪৬
সাইয়িদুল ইসতিগফার ৩৪৬
নতুন কাপড় পরিধানের দোয়া ৩৪৭
ঘুমানোর সময়কার জিকির ৩৪৭
ঘুমের ভেতর আঁতকে উঠলে ৩৪৮
ভয় পেলে আরও পড়তে হবে ৩৪৯
স্বপ্নে খারাপ কিছু দেখলে ৩৫০
স্ত্রী-সঙ্গম করলে, নওকর বা সওয়ারি কিনলে পড়বে ৩৫১
গাধার ডাক বা কুকুরের ঘেউ ঘেউ কানে এলে ৩৫২
ক্রুদ্ধকালে শয়তান থেকে পানাহ কামনা ৩৫২
স্রষ্টাভাবনার প্রশ্নে শয়তানমন্ত্রণা থেকে পানাহ ৩৫৩
নামাজে বিভ্রান্তকারী শয়তান থেকে ইসতিয়াজা ৩৫৪
সমাগত অন্ধকার রাত থেকে আশ্রয় চাওয়া ৩৫৪
কুদৃষ্টি থেকে হিফাজত কামনা ৩৫৫
ব্যাথা ও কষ্ট থেকে ইসতিয়াজা ৩৫৬
খুতবাতুল হাজাহ বা প্রয়োজনের বক্তব্য ৩৫৭
সফরকালে প্রত্যুষে বেরোলে তিনি বলতেন ৩৫৮
কোনো গ্রামে প্রবেশকালে রাসুল যা পড়তেন ৩৫৯
সাহাবিদের ইসতিয়াজা ৩৬২
পরিশিষ্ট ৩৬৭

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

অনুবাদকের কথা

প্রতিটি কল্যাণকর কাজ আল্লাহর পক্ষ থেকেই সম্পাদিত হয়। তিনিই তাওফিক দেন, শক্তি ও সুযোগ দিয়ে যেকোনো কাজ তত্ত্বাবধান করেন। এ বিশ্বাস মুমিনের পরম আপন, ইমানের প্রাথমিক শর্তাদির অন্যতম। সবকিছু আল্লাহ তাআলা করেন, তিনি দান করেন আবার তিনিই করেন মাহরুম—এ বিশ্বাসে খুঁত থাকলে বান্দা শতভাগ ইমানদার হয় না। গাইরুল্লাহর সামনে নত হয়, হাত পাতে, কল্যাণ চায়, এমন জীবন মুমিনের হতে পারে না। তাই সব আমলের তুলনায় ইমানের মূল্য যেমন, ইমান রক্ষার যেকোনো কর্ম ও চিন্তার মূল্যও বাকি সবকিছু থেকে ততটা আলাদা, ততটা অনন্য।

আরবাইন তথা চল্লিশ হাদিস রচনার একটি সিলসিলা আমাদের সালাফের প্রতি যুগেই দেখা যায়। নির্বাচিত চল্লিশটি নববি বক্তব্যের সংকলন প্রায় সব লেখকই রেখে যেতে চান। ইমান ও আমলের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমন সংকলিত মলাটের সংখ্যা অগনিত। আরবের বিখ্যাত আলিম শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ সেই পরম্পরায় কিছু নতুন পালক জুড়েছেন। বক্ষমাণ গ্রন্থটি তার সেই পালকপল্লবের অন্যতম একটি। এখানে তিনি বান্দার ইসতিয়াজা তথা আশ্রয় কামনার মূলনীতি, ক্ষেত্র ও ক্ষণ নিয়ে আলোচনা করেছেন। যত্নের সাথে তুলে নিয়েছেন নববি হাদিস ভান্ডারের চল্লিশটি ফুল। তারপর সেসবের আলোকে দীর্ঘকথন গ্রন্থবদ্ধ করেছেন কুরআন, হাদিস ও সালাফের মন্তব্যের বাহারি আয়োজনে।

আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেরা জীব হয়েও মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার দিক হচ্ছে, সে কোনো না কোনোভাবে নিয়ম ভঙ্গের ফাঁদে পড়ে। যে ফাঁদ শয়তানের প্ররোচনা, কুপ্রবৃত্তির টান কিংবা মানবীয় দুর্বলতার কারণেই ঘটে থাকে। মহান আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে বিধিবিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন, ফাঁদে পড়ে মানুষ প্রতিদিন কোনো না কোনো বিধান লঙ্ঘন করে ছোট কিংবা বড় পাপ করতে থাকে। এসব পাপ জমা হতে

হতে পাপের ভারে মানুষের হৃদয় হয় কলুষিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এক সময় মহান আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের পথ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। কখনো এই দূরত্ব তাকে শিরক পর্যন্ত নিয়ে যায়। সে গাইরুল্লাহর কাছে নিজের কল্যাণ চায়, মুক্তি ও ইস্তিগফার কামনা করে।

কিন্তু কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা সামনে রাখলে জানা যায়, যিনি আল্লাহর প্রকৃত বান্দা, যিনি মুমিন ও মুসলমান, তাকে সব বিষয়ে মহান আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে। এটাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য ও ইমানের দাবি। কিন্তু দোয়া বা আল্লাহর কাছে চাওয়ার ক্ষেত্রে কখনো বান্দার চিত্র কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। সে খুব বড় কিংবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলে আল্লাহর কাছে চায়, ছোটখাটো বিষয়ে চায় না। এমনকি অনেকের নিকট এই ধারণাও অনুপস্থিত যে, ছোটখাটো বিষয়েও আল্লাহর কাছেই চাইতে হয়। ছোটো-বড়ো, গুরুত্ব কম হোক বা বেশি—সব কিছুই চাইতে হবে আল্লাহর কাছে। একমাত্র মহামহিমের দরবারে।

কল্যাণ এবং অকল্যাণ সব কিছুরই মালিক আল্লাহ। সুতরাং কল্যাণ কামনা করে যেমন আল্লাহর কাছে চাইতে হবে, তেমনি অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্যও চাইতে হবে আল্লাহর নিকট। মুমিন বান্দার গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য হলো, বিপদ-আপদ মুসিবতে যেমন আল্লাহর কাছে চাইবে, তেমনি কল্যাণ ও নিয়ামতের মধ্যে থাকলেও আল্লাহর কাছে কল্যাণের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধির জন্য চাইবে। কেউ কেউ এমন আছেন বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে চায়, নিয়ামতের মধ্যে বা ভালো অবস্থায় থাকলে চাওয়ার প্রয়োজন মনে করেন না। এমন আচরণ মুমিনের কাম্য নয়। কিন্তু মানুষের সহজাত একটি প্রবৃত্তি হলো, মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়লে আল্লাহকে ডাকে সচ্ছলতায় ভুলে যায়। মানুষ বিপদে পতিত হলে আল্লাহকে ব্যাপকভাবে স্মরণ করে, বারবার একনিষ্ঠভাবে দোয়া করে। আবার যখন বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত হয়ে যায়, যখন সে কল্যাণের মধ্যে ফিরে আসে তখন সে বেমালুম আল্লাহকে ভুলে যায়।

আল্লাহর কাছে চাওয়া কেবল তো চাওয়া নয়, এটি স্বতন্ত্র ইবাদতও। আল্লাহর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একে যাবতীয় ইবাদতের সারাৎসার বলেছেন। কীভাবে কোন কোন আদব রক্ষা করে কখন আল্লাহকে ডাকলে দুআ কবুল হবে, সেটাও বাতলেছেন। বলেছেন, না চাইলে বরং আল্লাহ নারাজ হন। সবসময় তিনি বান্দার প্রয়োজন পূরণ করতে প্রস্তুত। বান্দা যদি চায়, হাত পাতে এবং নববি পন্থা অবলম্বন করে তার প্রয়োজন সামনে রাখে—তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তার দোয়া কবুল করেন। তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না। পৃথিবীতে

এমনকিছু নেই যা দেওয়ার বা যে পরিস্থিতি পাল্টানোর ক্ষমতা আল্লাহর নেই। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি চাইলেই যেকোনো কিছু করতে পারেন।

সুতরাং ভুল করলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, বিপদে পড়লে তাঁর কাছে সাহায্য কামনা করুন। জীবন জটিল হয়ে উঠলে তিনিই তা সহজ করতে পারেন, জীবিকা সংকুচিত হলে তিনিই পারেন সেটা প্রশস্ত করে দিতে। চাইতে হবে তাঁর কাছেই, কারণ তিনি ছাড়া কেউ দেয় না, দেওয়ার ক্ষমতাও রাখে না।

কীভাবে, কতটুকু, কোন তরিকায় চাইতে হবে। ইমানের গন্ডিতে থেকে কীভাবে কার কাছে প্রার্থনা করতে হবে এবং কোন সময়গুলোতে প্রার্থনা করলে তা কবুল হবেই—সেসব নিয়েই বিদ্যমান গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। চল্লিশটি হাদিসকে ঘিরে সাজানো এ গ্রন্থ আশা করি এ বিষয়ে পাঠকের পাঠলিপ্সা পূর্ণ করতে সমর্থ হবে।

আল্লাহ তাআলার অগনিত শুকরিয়া জানাই। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশ হতে পারা নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের। আল্লাহ তাআলা বইটি কবুল করে নিন। মূল লেখক, অনুবাদক, প্রকাশকসহ যারা যেভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, সবার হায়াতে, ইলমে, কর্মে ও চিন্তায় বরকত দান করুন। আমিন।

বইটি নির্ভুল রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা আমরা করেছি। আপনার দৃষ্টিতে ভুল ধরা পড়লে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ করছি। আমরা অবশ্যই সংশোধন করবো ইনশা আল্লাহ।

সাদিক ফারহান
জুমাবার, সকাল ১১ : ২৫ মিনিট
২৪ রবিউল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

পূর্বকথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তাআলার। আমি তাঁর প্রশংসা করছি, তার সাহায্য, ক্ষমা এবং হিদায়াত কামনা করছি। তার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ আমলের আগ্রাসন থেকে! বস্তুত তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না; আর তিনি যাকে বিপথে রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই! সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি একক—তাঁর কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

এ গ্রন্থে আমরা নববি ইসতিয়াজা তথা আত্মরক্ষা ও আশ্রয় কামনা-বিষয়ক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু হাদিস উল্লেখ করব। যার কোনোটা তার মুখনিঃসৃত বাণী, কোনোটা-বা তার কর্মস্বভাবের ধারাবাহিক বাস্তবতা। কিছু তিনি তার প্রিয় সাহাবিদের শিখিয়েছেন, কিছু পরবর্তী উম্মতের জন্য নাসিহাহ ও আদর্শ হিসাবে রেখে গেছেন। যেন তারা এর অনুসরণের মাধ্যমে শয়তানের কুমন্ত্রণা, অন্যায়ের প্রাপ্তি বা অনিষ্টের আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারে। অন্যায়ের অশুভ আগ্রাসন থেকে বেঁচে ন্যায় ও কল্যাণের তলব করা, নিঃসন্দেহে পূর্ণ তাওহিদ ও পরিপূর্ণ দাসত্বের আলামত। এ স্বভাব বান্দার খোদামুখিতা প্রমাণ করে। রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ.

‘তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ! (তাদের) বলো, তোমরা আমাকে একটু বলো তো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের (অর্থাৎ যেই প্রতিমাদের) ডাকো, আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি করতে চাইলে তারা কি সেই ক্ষতি দূর করতে পারবে? অথবা আল্লাহ যদি আমার প্রতি

অনুগ্রহ করতে চান, তবে তারা কি তাঁর সেই রহমত ঠেকাতে পারবে? বলো, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভরসাকারীগণ তো তাঁরই ওপর ভরসা করে।'[১]

আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের কামনা, তিনি যেন আমাদের বিতাড়িত শয়তান থেকে রক্ষা করেন; যেন তার অনিষ্ট ও শিরক থেকে বাঁচান। যেন তিনি জগতের যাবতীয় অকল্যাণের ব্যাপারে আমাদের সজাগ রাখেন, অন্যায় সরিয়ে আমাদের তাওফিক দেন তাঁর প্রতি উত্তম তাওয়াক্কুলের। তাঁর বলে যেন আমরা শতভাগ বলীয়ান হই, আশ্রয় গ্রহণ করি তাঁর, তাঁর রহমতের ভিখারি থাকি এবং তাঁর সামনে হয়ে পড়ি কায়মনোব্রত। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সাড়া দানকারী!

শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

[১] সুরা আজ-জুমার: ৩৮।

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর সব মানুষের কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে তুলে আনতে এবং সরল ও সঠিক পথে পরিচালনা করতে। রাসুলের প্রতি বিশ্বাস, তার আনুগত্য ও অনুসরণের ভেতরই নিহিত রেখেছেন দুনিয়া ও আখিরাত—উভয় জগতের কল্যাণ, সাফল্য ও হিদায়াত। পবিত্র কুরআনে তিনি জানিয়েছেন:

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَـٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَـٰئِكَ رَفِيقًا.

> ‘যারা আল্লাহ ও রাসুলের আনুগত্য করবে, তারা সেই সকল লোকের সঙ্গে থাকবে—যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, অর্থাৎ নবিগণ, সিদ্দিকগণ, শহিদগণ ও সালিহগণের সঙ্গে। কতই-না উত্তম সঙ্গী তারা!’[২]

সন্দেহ নেই, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই জগতের সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানুষ। তিনিই রবের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনিই তাঁর পরিচয় জেনেছেন সর্বোত্তমভাবে। তাঁর প্রতি অভিনিবেশ রেখেছেন, তাকে সবচেয়ে ভয় করে চলেছেন, তাঁর কাছে সর্বাধিক আশ্রয় কামনা করেছেন। তিনিই আল্লাহর রজ্জু সত্যিকারার্থে আঁকড়ে ধরেছেন, তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ দাসত্ব দেখিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন নিয়তে একনিষ্ঠ, শিরক থেকে সর্বময় দূরত্ব ধারণকারী এবং গাইরুল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও আশ্রয় কামনা থেকে সবচেয়ে বেশি সতর্কতা অবলম্বনকারী।

[২] সুরা আন-নিসা: ৬৯।

তিনি চাইলে একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই চাইতেন। যদি আশ্রয় কামনার প্রয়োজন হতো, রবের দিকেই দু হাত তুলে ধরতেন। যদি ধাবিত হতেন, তাঁর দিকেই ধাবিত হতেন। তাই, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর আশ্রয়দাতা হয়ে যেতেন, তাকে সহযোগিতা করতেন এবং তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতেন।

ফলে, রাসুলের তাওহিদ পূর্ণাঙ্গ তাওহিদ হয়েছিল, রবের প্রতি তাঁর দাসত্ব পূর্ণতা পেয়েছিল এবং শতাংশে উতরে গিয়েছিল আল্লাহর প্রতি তাঁর অভিনিবেশের গুণ ও মালিকের প্রতি ভরসার উন্নত সিফাত। তাই তো তিনি হয়ে উঠেছিলেন নিবেদিত বান্দাদের ইমাম ও একত্ববাদীদের তুলনাহীন আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

উভয় জগতের পথপ্রদর্শক হিসাবে যিনি দুনিয়াতে এসেছিলেন, সেই মহান রাসুলে কারিম আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে আশ্রয় কামনা করতেন না। তিনি ছাড়া কারও সাহায্য চাইতেন না, তাঁর আশ্রয় ব্যতীত কোথাও ধাবিত হতেন না। তিনি ভিন্ন কাউকে ভয় করতেন না, কাউকে ডাকতেন না এবং অন্য কারও কাছে প্রত্যাশা রাখতেন না। কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিনীত করতেন, তাঁর প্রতিই শতভাগ ভরসা রাখতেন। তাওয়াক্কুল করতেন কেবল সেই সত্তার ওপর, যিনি পবিত্র, সর্বোচ্চ ও সুমহান। ফলে, মহামহিম সেই রাজাধিরাজ তাঁর রাসুলের জন্য যথেষ্ট হতেন, তার সহযোগী হতেন এবং একমাত্র বন্ধু ও অভিভাবক হিসাবে হাজির থাকতেন।

রাব্বুল আলামিন নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবরকম অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। সকল ফিতনা ও অকল্যাণ থেকে হিফাজত করেছেন এবং সব বিপদের মোকাবিলায় তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হয়েছেন। ফলে, তাঁর জীবনপথ হয়েছে হিদায়াত প্রত্যাশীদের জীবনপথ; তাঁর আদর্শ পরিণত হয়েছে সত্যান্বেষী, নিরাপদ ও আশ্রয়কামীদের অনুকরণীয় আদর্শ।

ইবনু বাত্তাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইসতিয়াজা তথা আশ্রয় কামনার পরিচ্ছেদগুলো[৩] এটা বোঝাচ্ছে যে, ব্যক্তির সকল প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া উচিত এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাশা করা উচিত। আর যা কিছুই

[৩]. ইবনু বাত্তাল রাহিমাহুল্লাহ এই কথাগুলো বলেছেন তার লিখিত বুখারি শরিফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে। আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা-সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলো শেষ হওয়ার পর তিনি এর সারকথা হিসেবে সামনের কথাগুলো উল্লেখ করেন। -সম্পাদক

প্রার্থনা করবে তার সবগুলো যুক্ত করে দেওয়া[৪] বাঞ্ছনীয়। আর এতেই আল্লাহ তাআলার প্রতি সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও বিনয় ফুটে উঠে। এটাই তো প্রকৃতপক্ষে রাব্বুল আলামিনের ইতাআত, তথা আনুগত্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় কামনা করতেন। তাঁর নামে সাহায্য চাইতেন এবং আল্লাহ তাআলা তাকে নিশ্চিতভাবে সবকিছু থেকে নিরাপদ করে দিলেও তিনি রবের ভয় ও সম্মানের প্রকাশ নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন। তিনি নিষ্ঠার সাথে রবের প্রতি আনুগত্য দেখাতেন, যেন তা উম্মতের জন্য সুন্নাহ (আদর্শ) হিসাবে সামনে থাকতে পারে। যেন তিনি তাদের হাতেকলমে শেখাতে পারেন—কীভাবে সবকিছু থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করতে হয়।

সাহাবি আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সাবিত রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করে বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّه حَاجَتَه كُلَّهَا حَتّٰى يَسْأَلَه شِسْعَ نَعْلِه إِذَا انْقَطَعَ.

> ‘তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার প্রতিপালকের কাছে সকল প্রয়োজনে প্রার্থনা করে। এমনকি, যখন তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, তখনও যেন তাঁর কাছেই কামনা করে।’[৫]

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনটা ইরশাদ করে গেছেন, যেন বান্দা সামান্য থেকে সামান্য বিষয়েও, রবের প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রকাশের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। ঠুনকো বিষয় বলে আল্লাহর কাছে কামনা করতে তার ভেতর কোনো লজ্জাবোধ কাজ না করে।[৬]

[৪]. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নামের সঙ্গে যুক্ত করে দিবে। প্রয়োজন তাঁর কাছে চাইবে।- সম্পাদক

[৫] সুনানুত তিরমিজি: ৩৬০৪।

[৬] শরহু সহিহিল বুখারি, ইবনু বাত্তাল: ১০/১১৭-১১৮।

হাদিস নং : ০১

সাহাবি আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ. ثُمَّ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. ثَلَاثًا. ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا - ثَلَاثًا - أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতের বেলা নামাজের জন্য দণ্ডায়মান হলে তাকবিরে তাহরিমা বলার পর এ দোয়া পড়তেন: সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। এরপর তিনবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও তিনবার আল্লাহু আকবার কাবিরা বলার পর আউজু বিল্লাহিস সামিয়িল-আলিমি মিনাশ-শাইত্বানির রাজিম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফসিহি বলতেন। তারপর কিরাআত পাঠ করতেন।'[৭৪]

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

উল্লিখিত হাদিসে নামাজের সূচনালগ্নে পঠিত একটি দোয়ার সন্নিবেশ করা হয়েছে। মুসল্লির জন্য সূচনামূলক দোয়া (সানা) পাঠের পর দেখা যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলার কাছে বিতাড়িত শয়তান হতে পানাহ কামনা করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

[৭৪] সুনানু আবি দাউদ: ৭৭৫; সুনানুত তিরমিজি: ২৪২।

উম্মতের অধিকাংশ আলিমসমাজ, সাহাবা, তাবেয়ি ও পরবর্তীদের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই তায়াওউজ তথা বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে আশ্রয় কামনা করা মুসতাহাব।[৭৫]

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

> ‘সুতরাং তোমরা যখন কুরআন পড়বে, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে।’[৭৬]

এখানে বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় কামনার যে কথা বলা হয়েছে, তা নামাজে ও নামাজের বাইরে, সবখানে সমানভাবে প্রযোজ্য।

হাদিসে উল্লিখিত তাসবিহ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ (সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা)-এর মাধ্যমে, আদতে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এখানে রাব্বুল আলামিনকে সর্বপ্রকার দোষ, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, যিনি আমাদের রব, আমাদের প্রতিপালক—তিনি সবরকম দোষ থেকে মুক্ত এবং যাবতীয় প্রশংসা ও গুণাবলির একমাত্র অধিকারী।

ইবনু ফারিস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘তাসবিহ মানে হলো মহান আল্লাহ তাআলাকে সর্বপ্রকার দোষ থেকে মুক্ত ঘোষণা করা। তানজিহ (اَلتَّنْزِيْه) শব্দের অর্থ হলো, দূরত্ব নিশ্চিত করা। আরবরা যেমন বলে, سُبْحَانَ مِنْ كَذَا হায়, কত-না দূরত্বে তার বাস!’[৭৭]

কেবল তাসবিহ নয়

আল্লাহ তাআলার এ তাসবিহের সাথে যুক্ত আছে প্রশংসা। সেজন্যই অনেকের মতে, দুটি বাক্যের মাঝখানে থাকা ‘ওয়াও’ হরফটি এখানে ‘সাথে’ অর্থ প্রদান

[৭৫] দেখুন: আল-মাজমু, ৩/৩২৩।
[৭৬] সুরা আন-নাহল: ৯৮।
[৭৭] মাকায়িসুল লুগাহ, ৩/১২৫।

করছে। তাদের মতে, سَبَّحْتُ بِحَمْدِكَ বাক্যের অর্থ হলো, আমি আপনার সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ করছি, তথা, আপনাকে যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত ঘোষণা করছি, পাশাপাশি আপনার সমূহ প্রশংসা স্বীকার করে নিচ্ছি।[৭৮] অথবা, আপনার উত্তম ও অনিন্দ্যপ্রশংসা বিদ্যমান থাকায় আমি আপনাকে যাবতীয় ত্রুটি থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করছি।

অনেকের মতে এর প্রকৃত অর্থ হতে পারে এমন, আমি যে আপনার তাসবিহ পাঠ করার সুযোগ পাচ্ছি, সেটাও কেবল আপনারই অনুগ্রহে এবং আপনারই অশেষ দয়ায়। সুতরাং, আপনার অনুগ্রহ ও হেদায়াতের কারণে আপনার তাসবিহ পাঠ করছি।[৭৯]

হাদিসের পরবর্তী অংশ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ এর অর্থ করেছেন অনেকে এভাবে যে, যেহেতু আপনার নামের বরকতেই জগতের সমূহ কল্যাণ অর্জিত হয়, তাই আপনার নামের মহিমা সবখানে ছড়িয়ে পড়ুক। কারও মতে এর অর্থ হলো, আপনার সত্তা সুমহান, মহৎ ও সীমাহীন মর্যাদাময়।[৮০]

ইবনু কুতাইবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'تَبَارَكَ اسْمُكَ অর্থ হলো, আপনার নাম ও নামের মূলেই সমস্ত বারাকাহ নিহিত রয়েছে।'

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইবনু কুতাইবার এ বক্তব্য থেকেই অনুমিত যে, تَبَارَكَ اسْمُكَ অংশটি মূলত আল্লাহ তাআলার সত্তাগত সিফাত।

---

[৭৮]. আল্লাহ তাআলার সিফাতের ক্ষেত্রে দুটি জিনিস প্রয়োজন। একটি হলো, সকল রকম দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ঘোষণা করা। আরেকটি হলো, তাকে যাবতীয় প্রশংসার উপযুক্ত বিশ্বাস করা। কেউ কেবল তাঁর জন্য সকল প্রশংসার স্বীকৃতি দিল কিন্তু তাকে দোষমুক্ত মনে করল না- তাহলে ইমানদার হতে পারবে না। আবার দোষমুক্ত ঘোষণা করল কিন্তু প্রশংসার হকদার তাকে মনে করল না- তাহলেও ইমানদার হতে পারবে না। কারণ, ইমানের দুটি দিক। একটি নাফি বা প্রত্যাখ্যান। আরেকটি ইসবাত বা স্বীকৃতি। لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ -এর মাঝে দুটিই রয়েছে। প্রথমে সকল মিথ্যা ইলাহকে প্রত্যাখ্যান করা তারপর সত্য ইলাহের স্বীকৃতি দেওয়া। তেমনিভাবে لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرَ এই আয়াতে কোনো জিনিসের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সাদৃশ্যকে প্রথমে নাকচ করা হয়েছে। এরপর তাঁর শ্রবণ ও দর্শন গুণের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাঁর শ্রবণ ও দর্শন গুণ অদ্বিতীয় অতুলনীয় প্রমাণ হয়েছে। কারণ, এ গুণ কারোর সঙ্গে তুলনীয় নয়। এখানেও প্রথমে তাকে দোষমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি সকল প্রশংসা তাঁর জন্য তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ দুটি বাক্যের মাঝে রয়েছে ইমানের বীজ। -সম্পাদক

[৭৯] ইকমালুল মুলিম বি-ফাওয়ায়িদি মুসলিম, ২/৩৯৯; মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/৬৭৭।

[৮০] মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/৬৭৭।

কেননা, নামের বারাকাহ মূলত সে নামের উদ্দিষ্ট সত্তারই বারাকাহ বোঝায়। এজন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ "সুতরাং (হে রাসুল!) আপনি আপনার মহান প্রতিপালকের নাম নিয়ে তার তাসবিহ পাঠ করুন"—মূলত সর্বোত্তম তরিকায় মহান রবের তাসবিহ পাঠের নির্দেশ। কেননা, নামের পবিত্রতা বর্ণনা করা মূলত সে নামের সত্তারই পবিত্রতা বর্ণনার নামান্তর।'[৮১]

সুতরাং, বারাকাহ মানে কল্যাণ, বর্ধন বা প্রবৃদ্ধি যা-ই হোক, সেটা কেবলই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। ফলে, তা কামনা করলে কেবল আল্লাহ তাআলার কাছেই কামনা করতে হবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেমন বলেছেন, اَلْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ বারাকাহ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে।[৮২]

অতএব, যে ব্যক্তি বারাকাহ কামনা করে, সে যেন আল্লাহ তাআলার কাছেই তা প্রার্থনা করে। পাশাপাশি শরিয়াহবিবৃত বারাকাহ অর্জনের মূল কারণ ও প্রতিপাদ্যগুলোতে মনোযোগী হওয়া উচিত। সাথে সাথে যত শিরকি কার্যকলাপের মাধ্যমে লোকজন কল্পিত বারাকাহ তামান্না করে, সেগুলো বর্জন করাও ইমানদারের জরুরি দায়িত্ব। পাথরে, পাহাড়ে, মৃত লোকের সমাধিতে, কবরে ও নেককার লোকদের কাছে মানুষ চেয়ে বেড়ানো বাদ দেওয়া সত্যিকার মুসলিমের আবশ্যক কর্তব্য।

হাদিসে বর্ণিত দোয়ার অপর অংশ وَتَعَالَى جَدُّكَ অর্থ হলো—আল্লাহ তাআলার মর্যাদা বাকি সবাই ও সবকিছু থেকে অনেক বেশি ঊর্ধ্ব ও উন্নত। মুমিন জিনদের বক্তব্য হিসাবে কুরআন যেমন আমাদের জানিয়েছে:

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا. يَهْدِيٓ إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا. وَأَنَّهُۥ تَعَـٰلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَـٰحِبَةً وَلَا وَلَدًا.

[৮১] দেখুন: জালাউল আফহাম, পৃ. ৩০৭।
[৮২] সহিহুল বুখারি: ৫৬৩৯।

> ‘(হে রাসুল!) বলে দাও, আমার কাছে ওহি এসেছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শুনেছে এবং (নিজ সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। সুতরাং আমরা তার প্রতি ইমান এনেছি। এখন আর আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাথে (ইবাদতে) কখনও কাউকে শরিক করব না। এবং এই যে, আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা সমুচ্চ। তিনি কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেননি এবং কোনো সন্তানও নয়।’[৮৩]

কারও মতে এ অংশের মূল তরজমা হলো, আল্লাহ তাআলার ধনাঢ্যতা এতটাই অত্যুঙ্গে যে, খরচের কোনো পরিমাণ তা কমাতে পারে না, তার কোনো সহযোগীর প্রয়োজন হয় না এবং তিনি কখনও কারও মুখাপেক্ষী হন না।[৮৪]

হাদিসের শব্দসমূহ; মর্ম ও উদ্দেশ্য

দোয়াটির পরের অংশ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ এর মর্ম হলো—তুমি ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত আর কোনো সত্তা নেই। হাদিসে উল্লিখিত اَلنَّفْخُ শব্দের উদ্দেশ্য হলো, অহংকার ও অহংবোধ। বান্দা যখন রবের জিকির থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে, তখন শয়তান তাকে নানাভাবে চক্রান্তে ফেলে দেয়। তাকে নিজের কাছে বড়ো করে তোলে এবং সে ভেতরে ভেতরে ফুলে ফেঁপে ওঠে। যেন শয়তান তাকে ফুৎকারে ফুলিয়ে তোলে। ফলে, সে নিজেকে বড়ো মনে করে এবং সে ব্যতীত অন্যদের ছোটো ও নিকৃষ্ট বলে ভাবে।[৮৫]

হাদিসের আরেক শব্দ اَلنَّفْثُ অর্থ হলো, কবিতা। কবিতা যেহেতু মানুষের মুখ থেকে বেরোয়, এবং সে থুতুর মতোই কবিতার পরস্পর পঙ্‌ক্তি নিক্ষেপ করে, তাই এখানে শব্দটির মাধ্যমে রূপকার্থে কবিতা উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে।

আদতে এ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে এমন ব্যক্তিদের তিরস্কার করা উদ্দেশ্য, যারা সারাক্ষণ কাব্যসাধনায় ডুবে থাকে। প্রয়োজনে সত্য বলে, কখনো মিথ্যা বলে; কখনো প্রেমগীতি রচনা করে, কখনো-বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়িয়ে দেয়।

---

[৮৩] সুরা আল-জিন: ১-৩।

[৮৪] মিরকাতুল মাফাতিহ, ২/৬৭৭।

[৮৫] শরহুল মিশকাত, তিবি রাহিমাহুল্লাহ ৩/৯৯৪; জামিউল উসুল, ৪/১৮৫।

মূলত এসব শয়তানের চক্রান্ত। কবিতায় ডুবে থাকা ব্যক্তির মাধ্যমে শয়তান তার কার্যসিদ্ধি করে নেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ.

‘আর কবিগণ, তাদের অনুগামী হয় তো যত সব বিপথগামী লোক। তুমি কি দেখোনি, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়? আর তারা এমন সব কথা বলে থাকে, যা নিজেরা করে না। তবে সেই সকল লোক ব্যতিক্রম—যারা ইমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, আল্লাহকে বেশি পরিমাণে স্মরণ করেছে এবং নিজেরা নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। বস্তুত জালেমরা অচিরেই জানতে পারবে, তারা কোন পরিণামের দিকে ফিরে যাচ্ছে।’[৮৬]

অবশ্য কারও মতে, اَلنَّفْثُ শব্দের অর্থ জাদু; কবিতা নয়।[৮৭]

হাদিসের পরবর্তী শব্দ الهمز মানে মৃগীরোগ। অপ্রকৃতিস্থতা বা উন্মাদনা। যা মানুষকে আঘাত দেয়। মানুষের ওপর আপতিত হয়। একে এ নামে নাম দেওয়া হয়েছে, কারণ, যা-ই তুমি খোঁচা দাও বা ধাক্কা দাও তার সবই হামজ। আর শয়তান উন্মাদকে খোঁচা দেয়। উসকে দেয়।

তবে কারও মতে, الهمز মানে ওয়াসওয়াসা। যেমন, অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ.

‘এবং দোয়া করো, হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানদের প্ররোচনা হতে আপনার আশ্রয় চাই।’[৮৮]

[৮৬] সুরা আশ-শুআরা: ২২৪-২২৭।
[৮৭] শারহুল মিশকাত, ৩/৯৯৪, জামিউল উসুল, ৪/১৮৬।
[৮৮] সুরা আল-মুমিনুন: ৯৭।

এ আয়াতের তাফসিরে বলা হয়, শয়তান তার বন্ধু ও স্বজনদের পাপকাজে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। তাদেরকে ক্রমাগত অন্যায়ে উদ্যমী করে তোলার কোশেশ করতে থাকে। যেমন: লাঠির আঘাতে ব্যক্তি তার জন্তুকে তাড়িয়ে নেয় এবং তাকে সামনে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত জানিয়ে থাকে।[৮৯]

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'همزات الشياطين বা শয়তানের প্ররোচনা সাধারণ অর্থে আদম সন্তানকে শয়তানের দেখানো সবরকম ষড়যন্ত্রকে শামিল করে; কিন্তু যখন এর সাথে অন্যান্য শব্দ সংযুক্ত করা হয়, তখন তা বিশেষ চক্রান্ত ও প্ররোচনার ইঙ্গিত দেয়।'

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ.

> 'আর হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই, যাতে তারা আমার কাছেও আসতে না পারে।'[৯০]

ইবনু জায়েদ বলেন, আমার কাছেও আসতে না পারার অর্থ হলো, আমার বিষয়ে যাতে নাকেই না গলাতে পারে।

আর কালবি বলেন, কুরআন তিলাওয়াতের সময় যেন কাছে না আসতে পারে।

ইকরিমা বলেন, অগ্রসর হওয়া বা পশ্চাত ধাবনের সময় যেন সে আমার কাছেও না আসতে পারে।

আল্লাহ তাআলা ওপরের দুটি আয়াতে দুই প্রকার ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনার আদেশ করেছেন। একটা হলো, সামগ্রিক ওয়াসওয়াসার ক্ষতি। আরেকটি হলো, তারা যাতে কাছেই ঘেঁষতে না পারে। সঙ্গ দিতে না পারে সেই ক্ষতি। শয়তানরা যাতে মানুষের কাছেও ঘেঁষতে না পারে, কোনো স্পর্শও করতে না পারে। তাই নিম্নবর্ণিত আয়াতের পর ইসতিয়াজাকে যুক্ত করেছেন।

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ.

> 'তুমি মন্দকে প্রতিহত করবে এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। তারা যে-সব কথা বলছে, সে ব্যাপারে আমি খুব ভালোভাবে জানি।'[৯১]

---

[৮৯] দেখুন: শরহুল মিশকাত, ৩/৯৯৪; জামিউল উসুল, ৪/১৮৬; ইগাসাতুল লাহফান, ১/৯৬।
[৯০] সুরা আল মুমিনুন: ৯৮।
[৯১] সুরা আল-মুমিনুন: ৯৬।

এখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে মানব-শয়তানের চক্রান্তের বিষয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বলছেন, যেন তাদের মন্দ অভিপ্রায়ের মোকাবিলায় তিনি উত্তম তরিকা অবলম্বন করেন। পরের আয়াতে বলছেন, যেন জিন-শয়তানের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে এবং নিজের দীন ও ইমান রক্ষা করতে আল্লাহ তাআলার কাছে কায়মনোবাক্যে ইসতিয়াজা গ্রহণ করেন।

সুরা আল-আরাফে আল্লাহ তাআলার এমনই আরেক নির্দেশনা বিবৃত হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

‘(হে নবি!) তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন করো এবং (মানুষকে) সৎকাজের আদেশ দাও আর অজ্ঞদের দিকে ভ্রুক্ষেপ কোরো না।’[৯২]

আল্লাহ তাআলা নবিকে বললেন, যেন মূর্খদের অন্যায় অভিপ্রায়ের জবাব না দিয়ে তিনি তাদের উপেক্ষা করে চলেন। পরের আয়াতে বলছেন, যেন শয়তানের অনিষ্টের মোকাবিলায় তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় কামনা করেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

‘আর যদি শয়তানের পক্ষ হতে কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে, তবে তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।।’[৯৩]

সুরা আল-ফুসসিলাতেও আল্লাহ তাআলা এমন এক নির্দেশনা জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

‘ভালো ও মন্দ কখনও সমান হয় না। তুমি মন্দকে প্রতিহত করো এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। তার ফল হবে এই যে, যার ও তোমার মধ্যে শত্রুতা ছিল, সে অচিরেই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমার কখনো কোনো খোঁচা লাগে, তবে

[৯২] সুরা আল-আরাফ: ১৯৯।
[৯৩] সুরা আল-আরাফ: ২০০।

(বিতাড়িত শয়তান থেকে) আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই তিনি সকল কথার শ্রোতা, সকল বিষয়ের জ্ঞাতা।'[৯৪]

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানব-শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার তরিকা বাতলে দিচ্ছেন। পরের আয়াতে বলছেন, কীভাবে জিন-শয়তান ও অদৃশ্য শত্রুর কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে।[৯৫]

হাদিসের শিক্ষা ও দোয়াটির গুরুত্ব

মোটকথা, এ জিকির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও ফজিলতের জিকির। নামাজের সূচনাপাঠ হিসাবে এ দোয়া অন্যতম উত্তম দোয়া। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'নামাজের শুরুতে পাঠের জন্য, নিরেট প্রশংসাবাক্য-সংবলিত দোয়ার চেয়ে উত্তম কিছু নেই। উদাহরণত:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

(হে আল্লাহ! প্রশংসা-সহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বড়োই বরকতময়, আপনার প্রতিপত্তি অতি উচ্চ। আর আপনি ব্যতীত অন্য কোনো হক ইলাহ নেই), এবং

اَللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا.

(আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সবচাইতে বড়ো, অধিক অধিক প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) পড়া যেতে পারে।'[৯৬]

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বান্দা যখন سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ বলে, তখন সে মনেপ্রাণে মেনে নেয় যে, তার রব আল্লাহ তাআলা সবরকম ত্রুটি থেকে পবিত্র। সমস্ত অপূর্ণাঙ্গতা থেকে মুক্ত ও সর্বময় প্রশংসায় প্রশংসিত। তা ছাড়া, যিনি সমস্ত প্রশংসার অধিকারী, অবশ্যই তিনি সকল দোষ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকবেন।

যে সত্তার নাম ও অস্তিত্ব মহান এবং বরকতময়, সামান্যকে যিনি বর্ধিত করেন, কল্যাণকে বাড়িয়ে তোলেন এবং তাতে বরকত দান করেন; বান্দার সামনে

[৯৪] সুরা আল-ফুসসিলাত: ৩৪, ৩৬।
[৯৫] দেখুন: ইগাসাতুল লাহফান, ১/৯৬।
[৯৬] দেখুন: মাজমুউল ফাতাওয়া, ২২/৩৯৪।

বিপদ এলে তা দূর করে দেন; শয়তান চক্রান্ত করলে তাকে ব্যর্থ ও বিফল বানান—এমন সত্তার নামের পূর্ণতা নিঃসন্দেহে নামধারী সত্তার পূর্ণতা প্রমাণ করে। যখন কোনো সত্তার নামই এতটা উঁচু মর্যাদার অধিকারী হয় যে, আসমান ও জমিনের কোনো কিছু তাঁর নাম জপকারীর সামান্য ক্ষতি সাধন করতে পারে না—তাহলে যিনি এ নামের অধিকারী, তাঁর মর্যাদা ও সম্মান কতটা মহান এবং উঁচু হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

অর্থাৎ, তাঁর মর্যাদা উঁচু। সকল মর্যাদার ঊর্ধ্বে মহিমান্বিত। সকল শানের ওপর তাঁর শান, সকল সুলতানের ওপর ক্ষমতাবান। তাঁর মর্যাদা এতটাই ঊর্ধ্বে যে, তাঁর রাজত্ব, রুবুবিয়্যাত, ইলাহিয়্যাত, তাঁর কাজ ও গুণে কোনো শরিক নেই। যেমনটা মুমিন জিনেরা বলেছিল। সুরা জিনে তা উল্লেখ করা হয়েছে :

وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا.

‘আর নিশ্চয় আমাদের রবের মর্যাদা সমুচ্চ। তিনি কোন সঙ্গিনী গ্রহণ করেননি এবং না কোন সন্তান’[৯৭]

সুতরাং, যে বান্দা আল্লাহর নাম ও সিফাতের প্রকৃত অর্থ ও মর্মের পরিচয় জেনে, পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ সহকারে তাতিল[৯৮] করা ছাড়া এ দোয়া পাঠ করবে—তার হৃদয়ে আল্লাহ তাআলার নাম ও সিফাতের মহত্ত্ব কতটা প্রভাব বিস্তার করে রাখবে, তা বলাই বাহুল্য।

বান্দা যখন বলে, أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم, তখনই যেন সে রাব্বুল আলামিনের দুর্ভেদ্য আশ্রয়ে প্রবেশ করে গেল; তার শত্রুর বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার শক্তি ও সামর্থ্য পেয়ে গেল। যে তাকে রবের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, যে তাকে প্রভুর নৈকট্য থেকে বঞ্চিত করার প্রয়াস পায়—তার বিরুদ্ধে যেন প্রতিরোধের অনন্য উপায় খুঁজে পেয়ে গেল। এরপর আর তাকে প্রতারিত ও প্রভাবিত করার ক্ষমতা শত্রুপক্ষের নেই।’[৯৯]

****

[৯৭] সুরা আল-জিন: ৩।

[৯৮] তাতিল বলা হয়. আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য যে সিফাত সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসুল তাঁর জন্য যা সাব্যস্ত করেছেন তা নাকচ করে দেওয়া। মূল থেকে সরে ভিন্ন অর্থ পোষণ করা বা ব্যাখ্যা করা।

[৯৯] দেখুন: আস-সালাত ওয়া আহকামু তারিকিহা, পৃ. ১৪১-১৪২।